Sem2 general... . Raya Bhattacharya

চীনের রাষ্ট্রপতি

গন সাধারণতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রপতির পদটিকে নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। ১৯৫৪ সালে যখন প্রথম সংবিধান চালু হলো তখন রাষ্ট্রপতি পদটি ছিল। তখন অবশ্য এর নাম ছিল চেয়ারম্যান। পরবর্তীকালে ১৯৭৫ সালের এবং ১৯৭৮ সালের সংবিধানে এই পদটির কোন উল্লেখ ছিল না। ১৯৮২ সালের সংবিধানে এই পদটি পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। তবে চেয়ারম্যান এর পরিবর্তে পদটির নাম দেওয়া হয় রাষ্ট্রপতি।

নিয়োগ ও কার্যকাল :- ১৯৮২ সালের সংবিধানের ৭৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী গণসাধারণতন্ত্র চীনের রাষ্ট্রপতি জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। কোন রাষ্ট্রপতি একটানা ১০ বছরের অধিক নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন না। ৪৫ বছর বয়স্ক যেকোন চীনা নাগরিক রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হতে পারেন। নির্দিষ্ট কার্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই জাতীয় গণকংগ্রেস রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে পারে।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী :- নতুন সংবিধানে ৮০ ও ৮১ নম্বর এই দুটি ধারায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী উল্লেখ আছে। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় - জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক।

জাতীয় বিষয় সংক্রান্ত ক্ষমতা :- সংবিধানের ৮০ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, জাতীয় গণকংগ্রেস কিংবা স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে রাষ্ট্রপতি -

(ক) আইন ঘোষণা করতে পারেন ;

(খ) প্রধানমন্ত্রী, উপপ্রধানমন্ত্রীগণ, রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণ, বিভিন্ন মন্ত্রীদপ্তর ও কমিশনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের, রাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রধান হিসাব পরীক্ষক ও সাধারণ সম্পাদককে নিয়োগ ও পদচ্যুত করতে পারেন ;

(গ) রাষ্ট্রীয় পদক ও সান্মানিক পদবীসমূহ প্রদান করতে পারেন ;

(ঘ) বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শনের আদেশ দান করতে পারেন ;

(ঙ) সামরিক আইন ঘোষণা করতে পারেন ;

(চ) যুদ্ধকালীন অবস্থা ঘোষণা করতে এবং যুদ্ধের প্রস্তুতির আদেশ জারি করতে পারেন ।

আন্তর্জাতিক বিষয় সংক্রান্ত ক্ষমতা :- সংবিধানের ৮১ নম্বর ধারা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক বিষয়ে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ক্ষমতা ভোগ করেন -

(ক) গণসাধারণতন্ত্রী চীনের পক্ষে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের পরিচয়পত্র গ্রহণ করেন ;

(খ) জাতীয় গণকংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিদেশে পূর্ণ ক্ষমতা সম্পন্ন রাষ্ট্রদূতদের নিয়োগ ও প্রত্যাহার করেন ;

(গ) বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন ও গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি অনুমোদন অথবা বাতিল করেন।

গণসাধারণতন্ত্রী চীনের সংবিধান রাস্ট্রপতির হাতে প্রভুত ক্ষমতা অর্পণ করলেও তিনি একজন নামসর্বস্ব শাসক ছাড়া কিছু নয়, কারণ তাকে জাতীয় গণকংগ্রেসের অথবা তার স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করতে হয়। আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য - ১৯৫৪ সালের সংবিধান অনুযায়ী চীনের রাষ্ট্রপ্রধান দেশের সামরিক বাহিনী ও জাতীয় প্রতিরক্ষা পর্ষদের প্রধান হিসেবে কার্য সম্পাদন করতেন। এছাড়া তিনি সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভা আহ্বান করতে পারেন। কিন্তু ১৯৮২ সালের সংবিধানে এইসব ক্ষমতা রাষ্টপতির পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সামরিক কমিশনের সভাপতির হাতে অর্পণ করা হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে চীনের সংবিধানে রাষ্ট্রপতির পদটি সৃষ্টির ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থার মডেলটি অনুসরণ করা হয়নি। তবে চীনের রাষ্ট্রপতি সাথে ভারতের রাষ্টপতির অনেকটা মিল আছে। উভয়ই নামসর্বস্ব শাসক। অবশ্য পার্থক্যও আছে। ভারতের রাষ্ট্রপতি তত্ত্বগতভাবে প্রভুত ক্ষমতার অধিকারী। সমস্ত শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা আইনগত ভাবে তাঁর হাতেই অর্পণ করা হয়েছে। কিন্তু চীনের সংবিধানে সর্বোচ্চ শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়নি, ন্যস্ত করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় পরিষদের হাতে। তবে চীনের রাষ্ট্রপতি পদে যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ কোন নেতা আসীন থাকেন সেহেতু শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে পার্টি ও জনসাধারণের যোগাযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবেও তিনি যথেষ্ট মর্যাদা ভোগ করেন।